‘বনায়ন’ মেহেরপুরের উদ্যোগে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যোকোর মেহেরপুর আঞ্চলিক অফিসের সামনে বনায়ন মেহেরপুরের উদ্যোগে বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ শুরু হয়েছে।

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এই কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয় । বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ এর উদ্বোধন করেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শঙ্কর কুমার মজুমদার।

বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একাত্ততা প্রকাশ করে বেসরকারিখাতের সবচেয়ে বড় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ‘বনায়ন’ তার ৪৩তম বছরে পদার্পন করে ৫০ লাখ গাছের চারা বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের বৃক্ষরোপণের আহ্বানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ১৯৮০ সালে ‘বনায়ন’ তার যাত্রা শুরু করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস্তুতন্ত্র পুনঃস্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে এই পর্যন্ত সাড়ে ১১ কোটির বেশি বনজ, ফলজ, ও ঔষধি জাতীয় গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ এবং দেশব্যাপী ১১৯টি জীব-বৈচিত্র্য কেন্দ্র স্থাপন করেছে ‘বনায়ন’।

‘বনায়ন’ এর এই কার্যক্রম সরাসরি জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-১৩) ‘ক্লাইমেট অ্যাকশন’ এবং (এসডিজি-১৫) ‘লাইফ অন ল্যান্ড’ অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বি এ টির রিজিওনাল ম্যানেজার সাজ্জাদ তালুকদার, এরিয়া ম্যানেজার কৃষিবিদ এ এস এম কামাল এছাড়াও বিএটির সকল অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

এরিয়া ম্যানেজার কৃষিবিদ এ এস এম কামাল বলেন, পুরো জুলাই মাস জুড়ে এই স্টল থেকে বনজ,ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা সর্বসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এখানে নিম, মেহেগুনি, অর্জুন, সজিনা ,আমলকি ,বেল ,লেবু, কাঁঠাল, জাম সহ বিভিন্ন প্রজাতির চারা বিতরণ করা হচ্ছে। তিনি সকলকে বিনামূল্যে গাছের চারা নেওয়ার জন্য আহবান করেন।

বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ দিলেন আদালত

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড ঘটনায় চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন আদালত।

বুধবার দুুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশা জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তার জামিনাদেশ বৃদ্ধি করে পরবর্তি শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

মামলায় আসামি বিপাশার পক্ষে আলমগীর হোসেন, নুসরাত ও বর্ষার পক্ষে ইয়ারুল ইসলাম এবং সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

বিপাশার আইনজীবী আলমগীর হোসেন বলেন, বিপাসার শিশু সন্তান অসুস্থ থাকায় মানবিক বিবেচনায় বিজ্ঞ বিচারক তারসহ অপরাপর তিন আসামির জামিনাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করে আগামী ৬ জুলাই শুনানীর দিন ধার্য করেছেন।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার একই আদালত একই মামলায় বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্যকে এবং গত বৃহস্পতিবার ডিবিসির মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ, দেশটিভির প্রতিনিধি রেক্সোনা আরা ও কথিত সমাজকর্মী নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে পাঠায় আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা ও নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২

সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযান গ্রেফতার-৬

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার করেছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের

পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২, সিআর মামলার ১ ও ১৫১ ধারায় ১ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ জন আসামি।

গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ ভোররাত পর্যন্ত জেলার পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে
এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম এই অভিযান চালান।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার বেলা ১১ টার সময় আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রিজন ভ্যানে তোলার ছবি তুলতে গিয়ে সাংবাদিক লাঞ্চিত, মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

সাংবাদিক তুহিন আরন্যকে কোর্ট হাজতে থেকে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় ছবি তুলতে গিয়ে লাঞ্চনার শিকার হয়েছেন মেহেরপুরের কয়েকজন সাংবাদিক। লাঞ্চিত করার অভিযোগ উঠেছে এখন টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুজাহিদ মুন্না, প্রতিদিনের বাংলাদেশের মেহেরপুর প্রতিনিধি মেহেরাব হোসেন অপি ও অনু নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে।

এক পর্যায়ে রাজু হোসেন নামের এক ফ্রিল্যান্সিং সাংবাদিকের মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে যায় আসামির লোকজনরা।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরের পিছনে সাংবাদিক তুহিন আরন্যকে জেলে নেওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। এঘটনায় সেখানে থাকা মেহেরপুর প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার

নাসিম হাসান, আমাদের অর্থনীতির মাসুদ রানা, সময়ের সমীকরণের সোহান রেজাসহ অন্যান্য সাংবাদিকরা ভয়ে ছবি তুলতে পারেনি। কেউ কেউ ছবি তোলার চেষ্টা করলে তাদেরকেও থামিয়ে দেওয়া হয়।

ভুক্তভোগী ফ্রিল্যান্সিং সাংবাদিক রাজু হোসেন জানান, মেহেরপুরের চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় সাংবাদিক তুহিন আরন্যর জামিন না দিয়ে তাকে জেলে পাঠিয়েছেন আদালত। এমন সংবাদ পেয়ে সেখানে ছবি তুলতে যায় ছবি তুলতে গিয়ে সাংবাদিক মেহেরাব হোসেন অপি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। এসময় সাংবাদিক মুজাহিদ মুন্না, অনুসহ বেশ কয়েকজন আমাকে বাঁধা দেয় এবং মোবাইলটা ছিনিয়ে নেয়। পরে আমাকে নিয়ে তারা সাংবাদিক তুহিন আরন্যর ভাই তুষারের একে মটরস শোরুমে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে আমার মোবাইলের ছবি মুছে দেয় এবং আমাকে নানারকম হুমকি প্রদান করে।

এ ঘটনায় রাজু হোসেন মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সময়ের সমীকরণের সাংবাদিক সোহান রেজা জানান, সাংবাদিক মেহেরাব হোসেন অপি সাংবাদিক রাজু ভাইকে গালাগালি করছেন এবং মোবাইল কেড়ে নেওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করছিলো। পরে মুজাহিদ মুন্না রাজুর মোবাইল কেড়ে নিয়ে রিস্টার্ট করে দিলো। সাংবাদিকের কাজ সত্যটা তুলে ধরা। তারা সাংবাদিকের কাজে বাধা হয়ে দাড়ালো।

তদন্ত কর্মকর্তাকে আদালতে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দাখিলের নির্দেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের আশুরা খাতুনের দায়ের করা মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মফিজকে আদালতে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে আত্মসমর্পনমুলক লিখিত ব্যাখ্যা দাখিলের নির্দেশ, মামলার তদন্ত অফিসার পরিবর্তন করতে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ ও অত্র মামলার সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার উক্তরুপ কার্যকলাপ

তদন্তপূর্বক আগামী ১৬/০৭/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সার্কেলকে নির্দেশ দিয়েছেন।

মেহেরপুর সদর আমলী আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট মো: তরিকুল ইসলাম।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর আমলী আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেনীর ম্যাজেস্ট্রিট মো: তরিকুল ইসলাম এই নির্দেশ দেন।

আদেশে আরও বলা হয়েছে, মামলার বাদী মোছা: আশুরা খাতুন তার মামলায় উল্লেখ করেছেন, রাজনগর গ্রামের মৃত আদম আলীর ছেলে মুক্তি (৫০) নারী লোভী সন্ত্রাসী ও দলীয় প্রভাবশালী লোক। আসামি ইতোপূর্বে জোরপূর্বক একাধিক নারী ধর্ষণের সময়ে জনগনের নিকট ধরা পড়েছে। আমি তার বিরুদ্ধে ক্যাম্পে ও থানায় একাধিকবার অভিযোগ দায়ের করতে ব্যার্থ হয়েছি।

অবশেষে বিগত ১১/০৬/২৩ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে পিটিশন দায়ের করি।বিজ্ঞ আদালত এই পিটিশন আমলে নিয়ে মেহেরপুর থানার অফিসার ইনচার্জকে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়ে ৭ কর্ম দিবসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। আসামি দূর্দান্ত, দুধর্ষ ও দলীয় প্রভাবশালী হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা ভয়ভীতির উর্দ্ধে উঠে স্বাক্ষীদের সাথে ও আমার কোনো বক্তব্য যথাযথভাবে শ্রবণ করেনি। এছাড়া আসামি তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে গত ১৭/০৬/২৩ তারিখ সকাল ৯ টার সময় আমার ভাই জামায়াতুল ইসলামের বাড়ি উপস্থিত হয়ে তার গলায় গামছা পেছিয়ে শ্বাসরোধ করে জোর করে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়।

আসামি মুক্তি আমার আত্মীয় স্বজনকেও নানাভাবে হুমকী ধামকী দিচ্ছে মামলা যাতে আমি উঠিয়ে নিই। আশুরা খাতুন আরও উল্লেখ করেছে ২০১৫ সাল থেকে আমাকে শারীরিক ও মানুষিকভাবে নির্যাতন চালিয়ে আসছে। তার অত্যাচার নির্যাতনের হাত থেকে বাচতে ও মান সম্মানের ভয়ে আমি মেহেরপুর শহরে চলে আসি। এই মামলার এক নং আসামি মুক্তি, দুই নম্বর আসামি কালু ও তিন নম্বর আসামি ওমর আলী স্বাক্ষীদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। এছাড়া আশুরার স্বামী জয়নাল আবেদীনকে একাধিকবার শারীরিক নির্যাতন করে পঙ্গুপ্রায় করেছে। প্রধান আসামি মুক্তি দলীয় প্রভাবশালী হওয়ায় সাধারণ জনগণ ও প্রশাসন তার কথা মত চলতে বাধ্য হচ্ছেন। আমার সাংসারিক জীবন প্রধান আসামির জন্য দুর্র্বিষহ হয়ে উঠেছে।

উল্লেখ্য যে, মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রাম আওয়ামীলীগ নেতা ও সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক মুক্তি একই গ্রামের জয়নাল আবেদীনের স্ত্রী আশুরা খাতুনকে ২০১৫ সাল থেকে কু প্রস্তাব দিয়ে আসছে। তার কথা মেনে না নেওয়ায় আশুরার স্বামী জয়নাল আবেদীনের উপর নানাভাবে নির্যাতন ও অত্যাচার করে পঙ্গুপ্রায় করে রেখেছে। সম্প্রতি আশুরা খাতুন তার নিজ বাড়ি গেলে একা পেয়ে কালু ও ওমর আলীর সহযোগীতায় মুক্তি আশুরাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। পরে চিৎকার দিয়ে উঠলে মুক্তি সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে পালিয়ে যায়।এই ঘটনায় আশুরা খাতুন বাদী হয়ে মেহেরপুরের বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল একটি পিটিশন মামলা করেন। যার পিটিশন নং ৯০/২৩, তারিখ ৬/৬/২৩ইং।

মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং ২০, তারিখ ১২/০৬/২৩ ইং, ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯(৪)(খ)/৩০।

মেহেরপুরের রাজনগরের আ. লীগ নেতা মুক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের চেষ্টার মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেছে একই গ্রামের মোছা: আশুরা খাতুন নামের এক নারী।

মামলার প্রধান আসামি মুক্তি গ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, মামলার প্রধান আসামি মুক্তি বিভিন্ন সময়ে মোছা: আশুরা খাতুনকে কু প্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। এছাড়া তিনি ওই গ্রামের বিভিন্ন নারীদের চাল, গম, টাকা পয়সা বা ভাতা করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অবৈধ অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন। কোনো নারী তার কথায় রাজি না হলে বিভিন্ন কৌশলে ফাঁদে ফেলে তাকে ধর্ষণ করেন। ইতোপূর্বে গ্রামের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করা

অবস্থায় লোকজন তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। পরে স্থানীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে তা মিমাংসা করা হয়।

মামলায় আরো বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন যাবৎ কু প্রস্তাব দিয়ে ব্যার্থ হন মুক্তি।পরে গত ০১/০৬/২৩ তারিখ দিবাগত রাত আনুমানিক রাত সাড়ে ৮ টার সময় ঘরে প্রবেশ করে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর পূর্বক আমার স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়। স্পর্শকাতর স্থানে সে কামড়িয়ে ও হাঁচড়িয়ে জখম করেছে। পরে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে চিৎকার দিয়ে উঠে। এসময় প্রতিবেশীরা ছুটে এসে বাইরে থেকে দরজার শিকল তুলে দেন। সে হাতে নাতে ধরা পড়ে। পরে স্থানীয়রা এসে বিচারের আশ্বাস দিয়ে তাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায়।

মামলার বাদী আশুরা খাতুন বলেন, ছোট বেলা থেকেই মুক্তি আমাকে নানাভাবে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছে। তার কথায় আমি রাজি না হওয়ায় আমার স্বামী জয়নাল আবেদীনকে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে তাকে দফায় দফায় মারপিট করে পঙ্গু করে দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস নেই এলাকার মানুষের। সবাই তাকে ভয় পায়। আশুরা আরও বলেন, আমি কয়েক বছর হলো মুক্তির অত্যাচার থেকে বাঁচতেই মেহেরপুর শহরে এসে ঘর ভাড়া করে থাকি। মাঝে মধ্যে গ্রামে গেলেও চুরি করে যায়। আবার গোপনে ফিরে আসি। সে এলাকার অনেক নারীকেই ধর্ষণ করেছে। ভাতা কার্ড, টিসিবি কার্ডসহ বিভিন্ন অনুদান পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মেয়েদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে ধর্ষণ করে থাকে। তিনি বলেন, আমি তার হাত থেকে বাঁচতে চাই। আমি আমার বাড়িতে নিরাপত্তার সাথে থাকতে চাই।

প্রতিবেশী তাসলিমা খাতুন বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তি এলাকার বহু নারীর কাছে জোর করে যাওয়ার প্রমাণ আছে। এলাকার নারীদের বিভিন্ন জিনিস দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সে অনৈতিক কাজ করে থাকেন। তার বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহষ নেই। অনেক মেয়ে মুখ বুঝে এই মুক্তির অত্যাচার সহ্য করছেন।

এদিকে মামলার প্রধান আসামি মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক মুক্তি জানান, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। আমি তাকে ধর্ষণ করতে যায়নি। জমি নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে আশুরার গ্যানজাম চলছে। আমি সেই সালিশ বৈঠকের বিচারক ছিলাম। আমার সাথে শত্রুতা করে সে এই মামলা দিয়েছে। তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, সে এবার গ্রামে আসুক। তারপর তার বিচার হবে।

এফসিবি’র প্রতিপক্ষ মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশ

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর সেমিফাইনাল খেলায় বাওট শাপলা ক্লাবকে ২-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশ।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে এই উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলার প্রথম অর্ধের ১৩ মিনিটের সময় মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশের পক্ষে দলীয় স্ট্রাইকার গাফ্ফারের দৃষ্টিনন্দন গোলে এগিয়ে যায় দলটি। এরপর দ্বিতীয় অর্ধের ২৮ মিনিটের সময় আরেকটি গোল দেন মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশের ফরোয়াড শোভন।

তবে উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটিতে উভয় দলই একাধিক করে গোল সুযোগ হারান।

খেলায় বিচারকদের দৃষ্টিতে সেরা খেলোয়াড়ের হিসেবে নির্বাচিত হন মোনাখালি ইউনিয়ন ফুটবল একাদশের পক্ষে ফরোয়াড আব্দুল গাফ্ফারকে। তাকে টুর্নামেন্টের পক্ষ থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত করা হয়।

তার হাতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরুস্কার তুলে দেন মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের পরিচালনা কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক, মেহেরপুর সকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শারীরিক শিক্ষক ও প্রাক্তন খেলোয়াড় রমজান আলী, অবসরপ্রাপ্ত কৃতি ফুটবলার ও মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র আব্দুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা ও প্রাক্তন খেলোয়া আব্দুস সালাম, মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের সদস্য সচিব মাহাবুব চান্দু, প্রাক্তন খেলোয়াড় আমিরুল ইসলাম অল্ডাম।

এসময় মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক সাবেক কৃতি ফুটবলার এমদাদুল হক, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, খেলা

পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য, মনিরুজ্জামান মনি, মুস্তারুল ইসলাম মঞ্জা, শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, সেলিম রেজা, হাসানুজ্জামান বাবু, জাহাঙ্গীর আলম, শামসুজ্জামান শামীম, মাহাবুব হাসান ডালিম ।

রেফারি হিসেবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন সোহেল রানা। তাকে সহযোগীতা করেন আব্বাছ উদ্দীন ও মনিরুল ইসলাম। চতুর্থ রেফারি হিসেবে ছিলেন ইয়ারুল ইসলাম। খেলার ধারাভাষ্যে ছিলেন আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন। উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি দেখতে এলাকার ফুটবল প্রেমি দর্শকরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামীকাল ১ জুলাই ফাইনাল খেলা একই মাঠে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশ ও ফাস্ট ক্যাপিট্যাল আব বাংলাদেশ (এফসিবি) মধ্যে লড়াই হবে।

মেহেরপুরে আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় সাংবাদিক তুহিন আরন্য জেলে

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় বাংলিাভশেনর বিশেষ প্রতিনিধি, দেশ রুপান্তর ও বিডিনিউজ২৪ এর মেহেরপুর প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন ওরফে তুহিন আরন্যকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

মঙ্গলবার বিকাল ৩ টার দিকে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন। তুহিন আরন্য এর আগে প্রথম আলো, এনটিভি ও নিউজ ২৪ চ্যানেলের মেহেরপুর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের উপদেষ্টা ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন।

মামলায় আসামির পক্ষে মারুফ আহমেদ বিজনের নেতৃত্বে একদল আইনজীবী এবং সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে একই আদালত একই মামলায় ডিবিসির মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ, দেশটিভির প্রতিনিধি রেক্সোনা আরা, ও কথিত সমাজকর্মী নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকেও জেল হাজতে পাঠায় আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা, ও নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়।

এরপর তারা উচ্চ আদালতে চার্জশিটের তথ্য গোপন করে ৬ সপ্তাহের আগাম জামিনে ছিলেন। উচ্চ আদালতের জামিনাদেশ শেষ হলে বৃহস্পতিবার ওই তিনজন এবং মঙ্গলবার তুহিন আরন্যকে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক।

এর আগে গত ১১ এপ্রিল মেহেরপুরের চার সাংবাদিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

এদের মধ্যে মিজানুর রহমান জনি, নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, মতিয়ার রহমান, মামুন জোয়ার্দার, হাসিবুল হক জয়, শাহাজান আলী, নেহাল আল মুকিত পুলিশের হাতে আটক হয়ে হাজতবাস করেছেন। বর্তমানের তারা জামিনে আছেন। বাকিরা উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের জামিনে ছিলেন। এদের মধ্যে চারজন পৃথক দিনে মেহেরপুর চীফ জুডিসিয়াল

ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজ্জনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো। তাদের পৃষ্ঠপোষক করতো অভিযুক্ত মেহেরপুরের চার সাংবাদিকও।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

গাংনীতে জমিজমা সংক্রান্ত মারামারিতে দুই নারীসহ আহত-৭

মেহেরপুরের গাংনীর নিত্যানন্দনপুর গ্রামে সরকারি খাস জমি দখল নিয়ে বিরোধে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ মোট ৭জন আহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহত হলেন হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী আনজিরা খাতুন(৩৫) আজিজুলের স্ত্রী রুপালী খাতুন
(৪২) আব্দুর রহমানের ছেলে আজিজুল ইসলাম(৪৫) আব্দুল গণির ছেলে হাফিজুল ইসলাম(৩৫),মসলেম এর ছেলে তৌহিদুল ইসলামস(৩৮)এবং আসলামের ছেলে দেলোয়া হোসেন(৩০)।

আহতের মধ্যে তৌহিদুল ইসলামের অবস্থা আশংক জনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। বাকীদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও মেহেরপুর জেলারেল হাসপাতালে

ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়সুত্রে জানাগেছে, আব্দুর রহামানের ছেলে আজিজুল ইসলাম তার পুরাতন বসত বাড়ি ভেঙ্গে ২৪ শতক জমিতে নতুন বাড়ি নির্মাণ করছিল। ওই জমির মধ্যে সরকারি তিন শতক খাস জমি রয়েছে বলে দখল দাবী করেন স্থানীয় প্রতিবেশি এলাহি বকসের ছেলে সাহাবুদ্দিন । খাস জমির মধ্যে এক শতক জমি পাওয়া যাবে বলে দাবী করলে তখনই দুপক্ষের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের সাথে মারামারি শুরু হয়। উভয় পক্ষয় দেশিয় অস্ত্রস্স্ত্র দিয়ে মারারিতে অন্তত দুই নারী সহ ৭জন আহত হয়।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক এমদাদুল হক আহত তৌহিদুল ইসলামের অবস্থা আশংকা জেনে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন,বাকীদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেলে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে উভয় পক্ষকে শান্ত করা হয়েছে। কারো পক্ষে এখনও অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে গাঁজাসহ যুবক আটক

১০০ গ্রাম গাঁজাসহ আশিক হাসান মুন্না (২১) নামের এক যুবককে আটক করেছে গাংনীর ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল।
আশিক হাসান গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের হকছেদ আলীর ছেলে।

সোমবার দিবাগত রাতে গাংনীর ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আবুল কালাম আযাদের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে তার বাড়িতে অভিযান তাকে আটক করেন।

আটক মুন্নার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় মামলা দিয়ে আজ মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে জেল

হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।